# রবীন্দ্রনাট্য সমালোচনা
## ইতিহাস ও সমীক্ষা

অয়ন্তিকা ঘোষ

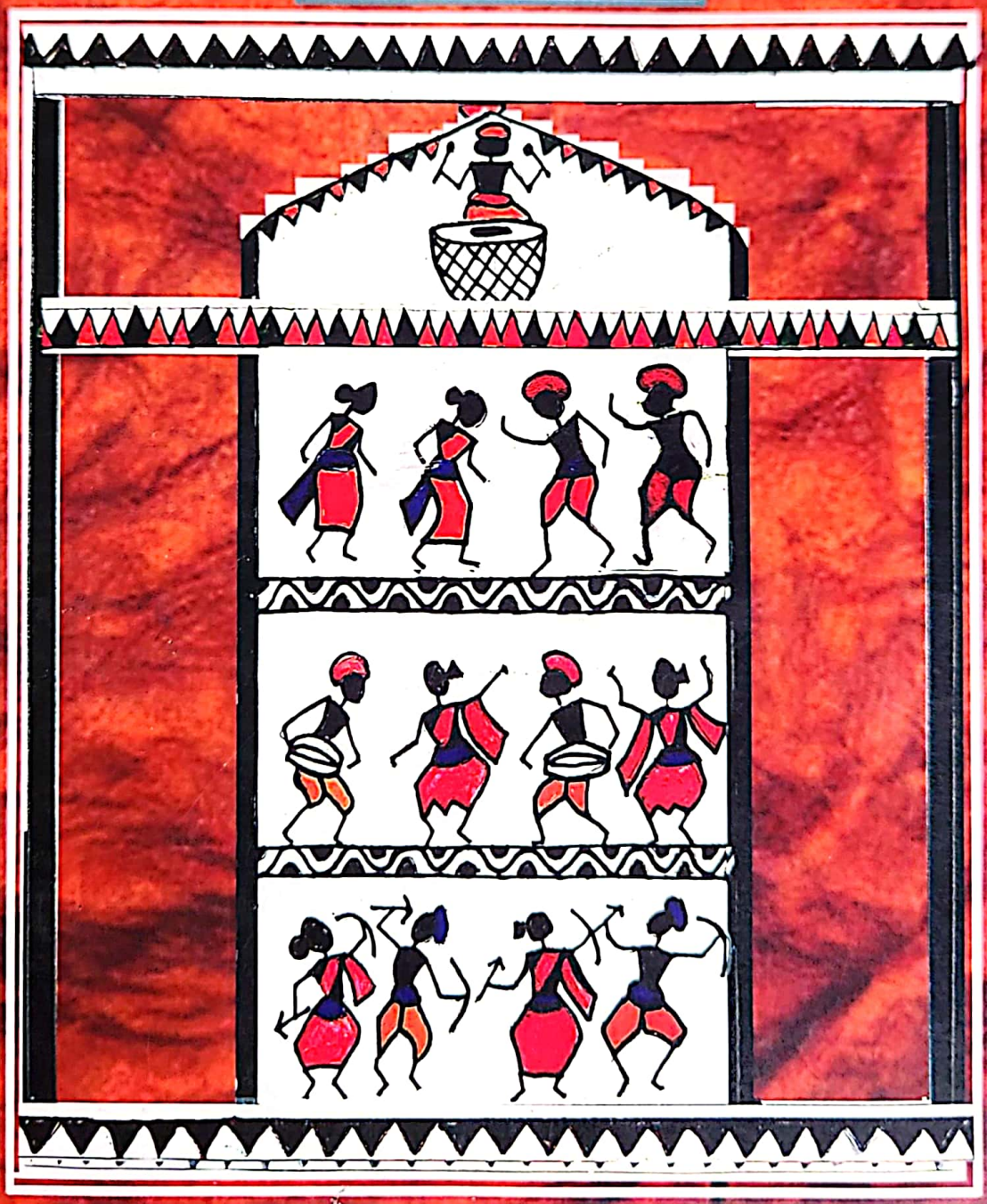

CamScanner

# রবীন্দ্রনাট্য সমালোচনা : ইতিহাস ও সমীক্ষা

(১৯৪১-১৯৯০)

অয়ন্তিকা ঘোষ

করুণা প্রকাশনী /কলকাতা-৯

CamScanner

ISBN : 978-81-8437-186-7

**প্রথম প্রকাশ :** নভেম্বর ২০১২

**প্রকাশক :**
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

© গৌতম ঘোষ

**শব্দগ্রন্থন :**
প্রদীপ্তা লেজার
১/৫, তারণকৃষ্ণ নস্কর লেন
কলকাতা—১০

**মুদ্রাকর :**
তারকেশ্বর প্রেস
৬ নং শিবু বিশ্বাস লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৬

**প্রচ্ছদ :**
সোহিনী সোম

**মূল্য :** ২০০.০০

CamScanner

আমার ..... শরীরী অস্তিত্ব
মানসিক সৌধ
মানবিক বোধ
লালিত স্বপ্ন..... সবকিছুর কারিগর
বাবা আর মা
নাকি মা আর বাবাকে .....।

CamScanner

## আমার কথা

১৯৪১ থেকে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পঞ্চাশ বছরের রবীন্দ্র নাট্য-সমালোচনার গতিপ্রকৃতির মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছি। আশ্চর্যের কথা, এই কালপরিধির অন্তর্ভুক্ত প্রথম গ্রন্থটির প্রকাশকাল ২৫শে বৈশাখ, ১৯৪১ এবং শেষ গ্রন্থটির প্রকাশকাল ২২শে শ্রাবণ, ১৯৯০। গ্রন্থদুটি হল নীহাররঞ্জন রায়ের 'রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা' এবং শিবব্রত চট্টোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথের নাটকের সংলাপ'। রবীন্দ্রনাথ—এই অমোঘ মানুষটির জন্মদিন ও মৃত্যুদিনের সীমার মধ্যেই নাটকীয়ভাবে এই গ্রন্থের কালপরিধির সীমায়িত ব্যাপ্তি। নাট্যসমালোচনা গ্রন্থ প্রকাশেও বিশিষ্ট দিন দুটির ভূমিকা এমন নাটকীয় মোড় নেবে আশা করিনি। আমাদের জীবনবৃক্ষ যে রবীন্দ্রনাথ, তাঁকে ছাড়া যে-কোনো চিন্তন যে অভাবনীয়, তা প্রতিমুহূর্তে উপলব্ধি করেছি, আরো নতুনভাবে।

রবীন্দ্র নাট্যসমালোচনা মূলত পাওয়া যায় বিভিন্ন সমালোচনা গ্রন্থে, বিভিন্ন গ্রন্থভুক্ত সমালোচনামূলক প্রবন্ধে এবং পত্রিকায়। রবীন্দ্রপ্রয়াণের পর বিভিন্ন সমালোচনায় অধিকাংশ সমালোচকই প্রথাসিদ্ধ পদ্ধতিতে নাট্যব্যাখ্যা করেছেন কাহিনী, চরিত্র, সংলাপ, সংগীতের আশ্রয়ে। সাহিত্যবিচারে প্রাচীন সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য পদ্ধতি-ই তাঁদের অবলম্বন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পর্বে আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যবিচার পদ্ধতিরও প্রয়োগ ঘটেছে সেই সমস্ত রবীন্দ্র নাট্যসমালোচনায়। দশক-বিভাজনে সেই সমালোচনার গতিপ্রকৃতি ও যাথার্থ্য নির্ধারণই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। পঞ্চাশ বছরের এই দীর্ঘ সময়কালে সমালোচনার অভিনিবেশ রবীন্দ্রসাহিত্য থেকে রবীন্দ্রনাট্যে নিবদ্ধ হতে নিয়েছে অনেকটা কালগত ব্যাপ্তি। কবি হিসেবে সর্বাধিক জনপ্রিয় মানুষটির নাট্যকারসত্তা নিয়ে সমালোচকদের একটা সংশয় প্রচ্ছন্ন ছিলই। তার সঙ্গে ছিল বিভিন্ন শ্রেণিভুক্ত নাটকগুলির শ্রেণি-নির্ণয়-বিষয়ক সনাক্তকরণ নিয়ে গভীর সমস্যাও। তাই প্রথম কুড়িটি বছর জুড়ে চলেছে নাট্যসমালোচনার দোলায়িত এক অবস্থান।

ফলে, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রপ্রয়াণের পর থেকে ১৯৬০-এর প্রাক্-রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পর্যন্ত দুই দশকব্যাপী রবীন্দ্রনাট্যসমালোচনার যুগবৈশিষ্ট্য বেশ কিছুটা অনুজ্জ্বলই। তবে 'প্রারম্ভিক' এই পর্বের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ আকরগ্রন্থটি অবশ্যই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রপ্রবেশক'। এই গ্রন্থের ফলেই রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনা ও রবীন্দ্রনাট্যসমালোচনা ক্রমাগত নিখুঁত ও অনুসন্ধানমূলক হয়েছে। এ সময়ের অন্যতম প্রাপ্তি অসামান্য একটি নাটককে ঘিরে স্বল্পকালের মধ্যে তিনটি গ্রন্থের অভ্যুদয়। নাটকটি হল 'রক্তকরবী' আর গ্রন্থগুলির লেখক তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং বিভাস রায়চৌধুরী। কিন্তু গ্রন্থগুলি লিখিত হওয়ার কারণটি ছিল যথেষ্ট হতাশাব্যঞ্জক—বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে নাটকটির অন্তর্ভুক্ত হওয়া। আর তাই ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থের ঊর্ধ্বে উঠে সমালোচনার মানরক্ষায় অপারগ হয়েছে গ্রন্থগুলি। রবীন্দ্রপ্রয়াণের পর রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে বিদূষণমূলক সমালোচনা হ্রাস পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু আশ্চর্যজনক বৈপরীত্যক্রমে বেড়েছে

সমালোচকের সংখ্যা। ১৯৪১ থেকে আজও, সেই মানুষটি পৃথিবীর সব মানুষের নিরন্তরচর্চার এক বিশিষ্ট ও নির্দিষ্ট কেন্দ্রবিন্দু। তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপনের খেয়ালে আরো বেড়েছে রবীন্দ্রনিমগ্নতা, তাই স্বাভাবিকভাবেই বেড়েছে রবীন্দ্রনাট্যসমালোচনাও। গুণগত মানে না হোক, সংখ্যাধিক্যে এবং কৌতূহলে। এ সময় মূলত রবীন্দ্রজীবনীনির্ভর বা রবীন্দ্রসাহিত্যনির্ভর নাট্যসমালোচনার প্রাচুর্য। এই পর্বের স্বতন্ত্র প্রাপ্তি মার্কসীয় দৃষ্টিকোণে চালিত তিন সমালোচক ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, হিরণকুমার সান্যাল এবং গুণময় মান্না। ভারতবর্ষে মার্কসবাদের প্রভাবে আন্দোলনের প্রসার দেখা যায় ১৯২০ সাল থেকে আর দ্রুততার সঙ্গে সমালোচনাসাহিত্য তাকে যেভাবে গ্রহণ করেছে, কথাসাহিত্যের অঙ্গনে তার প্রতিফলনও ঠিক ততটা দ্রুতগামী হয়নি বোধহয়।

১৯৬১ থেকে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ—এই সময়সীমা রবীন্দ্রনাট্যসমালোচনার 'বিকাশপর্ব'। বিগত দু'দশকে সমালোচনা ছিল গতানুগতিক, ভাষ্যমূলক। এ দশকে বেড়েছে তথ্য মিলিয়ে রবীন্দ্রচর্চার সুযোগ। সমালোচকদের নিরন্তর কৌতূহলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রতি মানুষের আবেগের মাত্রাটিও। তবে এমন অমোঘ প্রভাবকে ভুলে বস্তুনিষ্ঠ সমালোচকের দৃষ্টিকোণে গ্রন্থরচনা করেছেন সমালোচক, অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য। এ দশকের আরো একটা বৈশিষ্ট্য, 'অচলায়তন' নাটকটিকে ঘিরে দুটি ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ রচনা। একটির লেখক সুবন্ধু ভট্টাচার্য, অন্যটির দীপন চট্টোপাধ্যায়। তবে রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' ও 'অচলায়তন' ছাড়া অন্য কোনো নাটক কেন তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গে উচ্চশিক্ষার পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হল না, সে প্রশ্ন থেকেই যায়। এ দশকের সফল প্রাপ্তি একটি আধুনিক সমালোচনা পদ্ধতির সফল ব্যবহার। শঙ্খ ঘোষ অতীত যুগের লেখক রবীন্দ্রনাথকে প্রেরণ করেছেন এ যুগের চিন্তা ও তত্ত্ব। স্রষ্টার শরীরী অস্তিত্ব নেই, কিন্তু আছে সাহিত্যিক সম্ভারের প্রোথিত শিকড়। সেই মহীরূহে নতুন প্রাণসঞ্চার করতে চান সমালোচক —এটাই প্রেরণতাত্ত্বিক সমালোচনার ধরন। আধুনিক সেই ধরনটি যথার্থ অনুসৃত হয়েছে তাঁর লেখায়। অশোক সেন, অশ্রুকুমার শিকদার তুলনামূলক সমালোচনায় অনুসন্ধান করেছেন সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের স্তরগুলি। সংখ্যা ও বহর—দুইয়েই সমালোচনা বেড়েছে এ সময়। নতুন রীতির অন্বেষণে পরিণতও হয়েছে সমালোচনাসাহিত্য।

১৯৭১ থেকে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ—রবীন্দ্রনাট্যসমালোচনার 'সমৃদ্ধি পর্ব'। কেননা প্রচুর সমালোচনার নিদর্শনই শুধু নয়, সমালোচনার বহুল নতুন দৃষ্টিকোণ প্রয়োগেও দশকটি সেরা হিসেবে পরিগণিত। যদিও গতানুগতিক ভাষ্যমূলক রীতি প্রয়োগের বাহুল্য রয়েছে, তবু রবীন্দ্রনাটক নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ বারবার মনে করিয়ে দিয়েছে অবিনির্মাণতত্ত্বের ক্রমশ প্রসার ও ব্যাপ্তির ইতিহাস। শুধু নাটক বা শ্রেণি ধরে রবীন্দ্রনাট্যসমালোচনা ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে। ভাবনায় স্বাতন্ত্র্য এসেছে। রবীন্দ্র নাট্যচিন্তার বিবর্তনটি চিন্তায় গুরুত্ব পেয়েছে। খুব আকস্মিকভাবেই এ দশকের প্রথম গ্রন্থটি একজন নারী লিখিত এবং নারীবাদী দৃষ্টিকোণে লিখিত। লেখিকার নাম লীলা বিদ্যান্ত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে নারীর ভোটাধিকারকে কেন্দ্র করে যখন নারীর

ভূমিকা স্বীকৃত হল, তার প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে সেই সচেতনতার ঢেউ উঠল বাংলা সাহিত্যসমালোচনার প্রাঙ্গণে। আশার কথা এটাই। এ দশকের সফল প্রাপ্তি আরও এক আধুনিক সমালোচনারীতির প্রয়োগ। প্রথম অবয়ববাদী দৃষ্টিকোণের প্রয়োগ ঘটিয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখলেন তাঁর গ্রন্থ 'রবীন্দ্রনাথ ও লোকসাহিত্য'।

১৯৮১ থেকে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ—এই সময়কালটি রবীন্দ্রনাট্যসমালোচনার 'উত্তর পর্ব'। না, সমালোচনার রঙ ফিকে হয়নি। তবে এ সময়ে রচিত গ্রন্থগুলির বিভিন্ন সংস্করণে এখনও রূপান্তর ঘটছে। সমালোচকরা হয়েছেন বৈচিত্র্যের সন্ধানী। এ দশকে পাওয়া গেছে এক সচেতন নাট্যকর্মীর রবীন্দ্রসমালোচনা। তিনি কুমার রায়। প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাটক মঞ্চ কাঁপায়নি সেই রবীন্দ্রযুগ থেকেই, কিন্তু তিনি এবং তাঁর নাট্যদল 'বহুরূপী' তৃতীয় দুনিয়ার এই বিশ্বায়নের যুগেও যেভাবে অকৃত্রিম রবীন্দ্রনাথের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন নাট্যজগতে এবং নাট্যমঞ্চে, তা যথেষ্ট ভাবায়। তাঁর রবীন্দ্রনাট্যসমালোচনা সম্পর্কিত গ্রন্থটিও তাই একটু স্বতন্ত্র, প্রযোজনাভিত্তিক, 'উত্তর-পর্ব'-র প্রদীপশিখাস্বরূপ। প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাটকের অবস্থান যে গুরুত্ব পেল, তার প্রমাণে রয়েছে আরো তিনটি গ্রন্থ। নাটকে গানের প্রয়োগ নিয়ে রমেন্দ্রনারায়ণ নাগ, আলো সরকার ও আল্পনা রায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় মূল্যায়ন করেছেন। যাত্রার সঙ্গে নাটকের লিখিত ও অভিনীত রূপ নিয়েও যথার্থ তুল্যমূল্য সমালোচনা দেখা গেল অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনাগ্রন্থে। বোঝা গেল, আশুতোষ ভট্টাচার্য যে ক্ষেত্রটি নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষামূলক সমালোচনার সমীক্ষায় রত ছিলেন এতদিন, অরুন্ধতী এলেন তাঁরই স্থিতিশীল, যোগ্য উত্তরসূরি হয়ে। আরো তিনটি বৈশিষ্ট্যে রবীন্দ্রনাট্যসমালোচনার এই 'উত্তর-পর্ব'টি চিহ্নিত। প্রথমত, উত্তর-আধুনিক আবহাওয়ায় উত্তর-অবয়ববাদী দৃষ্টিকোণের সাক্ষাৎ প্রথম পাওয়া গেল শিবব্রত চট্টোপাধ্যায়ের রচনায়। দ্বিতীয়ত, আদিরূপবাদী সমালোচনার প্রথম নির্যাসটিও পাওয়া গেল এ দশকেই—সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের রচনায় এবং তৃতীয়ত, উত্তর-ঔপনিবেশিক সমালোচনার দৃষ্টিকোণটি নয়ের দশকের স্বতঃস্ফূর্ত অবদান হিসেবেই পাওয়া গেল মুনীর চৌধুরী ও সন্‌জীদা খাতুনের রচনায়। তবে সন্দেহ হয়—(১) রবীন্দ্রনাথ আদিরূপবাদী সমালোচনার ধরনটি প্রয়োগ করেছিলেন কতকাল আগেই, 'প্রবাসী'-তে 'রক্তকরবী'-র ব্যাখ্যায়, তবে কেন আধুনিক বাংলা নাট্যসমালোচনাকে অপেক্ষা করতে হলো এতগুলো বছর! (২) উপনিবেশ-উত্তর ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের বাঙালীর উপনিবেশকালীন প্রতিক্রিয়া রবীন্দ্রনাট্য সমালোচনায় পেতে এতোটা দেরি হলো কেন, অন্তত চল্লিশ বছর!

'সাহিত্যের পথে' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"সাহিত্যে ভালোলাগা মন্দ লাগা হল শেষ কথা। বিজ্ঞানে সত্যমিথ্যার বিচারই শেষ বিচার। এই কারণে বিচারকের ব্যক্তিগত সংস্কারের উপরে বৈজ্ঞানিকের চরম আপীল আছে প্রমাণে। কিন্তু ভালো মন্দ লাগাটা রুচি নিয়ে, এর উপরে আর কোনো আপীল অযোগ্যতম লোকও অস্বীকার করতে পারে।" সমালোচকের সেই রুচির ওপরেই বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের মেরুদণ্ডটি এখনও দাঁড়িয়ে আছে, রবীন্দ্রনাট্যসমালোচনার ৫০ বছরের

ধারাটিও তার ব্যতিক্রম নয়। বিচারকের সংস্কার কখনো ব্যক্তিগত স্বার্থে, কখনো সমষ্টিগত স্বার্থে কাজ করেছে। তবে প্রকৃত পাঠক বোঝে কোনটা অদরকারী 'পায়চারি' আর কোনটা দরকারী 'যাচাই'। স্রষ্টা হোক, অথবা সমালোচক—দুইয়েরই রসোপভোক্তা যে সেই রসিক পাঠকই। সেই ভবিষ্যৎ পাঠকই বিচার করবেন ১৯৯০ পরবর্তী রবীন্দ্রনাট্যসমালোচনার যথার্থ গতিপ্রকৃতিটি। ইতোমধ্যেই লভ্য হয়েছে ভবিষ্যৎ দৃষ্টিনির্ণায়ক সেই গ্রন্থগুলি— সৌমিত্র বসুর 'রবীন্দ্রনাটকের নির্মাণশৈলি' (১৯৯৩), উজ্জ্বল মজুমদারের 'সৃষ্টির উজ্জ্বল স্রোতে' (১৯৯৩), সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আগুন এবং অন্ধকারের নাট্য' (১৯৯৪), ভূদেব চৌধুরীর 'কথার ফের', (১৯৯৪), অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের 'রবিঠাকুরের কুঠার' (১৯৯৪), নির্মলেন্দু ভৌমিকের 'চিত্রাঙ্গদা' (১৯৯৪), রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তীর 'রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্র সমকালীন প্রতিক্রিয়া' (১৯৯৪), অবন্তীকুমার সান্যালের 'কবির অভিনয়' (১৯৯৬) ও দিলীপ কুমার রায়ের 'রবীন্দ্রসমকালে রবীন্দ্রনাটকের অভিনয়' (১৯৯৯) প্রভৃতি।

ভবিষ্যতে গ্রন্থগুলি নিয়ে ১৯৯০ পরবর্তী আরো কুড়ি বছরের সামগ্রিক সমীক্ষার ইচ্ছে রইল। পরিশেষে জানাই, সূক্ষ্ম অনুসন্ধান চালিয়েও ভারতে ও বাংলাদেশে ১৯৪১ থেকে ১৯৯০-এ প্রকাশিত যে গ্রন্থগুলি বা রবীন্দ্রনাট্যসমালোচনামূলক লেখাগুলি এই গ্রন্থ প্রকাশের আগে উদ্ধার করতে পারিনি, সেই অপারগতা, সীমাবদ্ধতার জন্য দুঃখপ্রকাশ করলাম। এছাড়াও অসংখ্য পত্রিকা ধরে কাজ করা বাকি রইল। সেটা একটা বড়ো কাজ। ২০০৮ সালে অধ্যাপক ড. মানস মজুমদারের তত্ত্বাবধানে আমার যে গবেষণা 'রবীন্দ্রনাট্যসমালোচনা : ইতিহাস, সমীক্ষা ও মূল্যায়ন' (১৯৪১-১৯৯০); এ গ্রন্থ মূলতঃ তারই নির্যাস। স্যারের নীরব উদাসীনতার বকুনি, বাবা-মার যুক্তিশীল অনুভূতি, গৌতমের নিরন্তর সাহচর্য সত্ত্বেও বড্ডো দেরী হল গ্রন্থ প্রকাশ। তবু মনে থাকবে, লেখালেখি আর ছোটাছুটির জন্য ঠুংরীর শৈশবকে সময় দিইনি। আর প্রচ্ছন্ন প্রেরণা পেয়েছি ড. প্রণবকুমার রায়, শ্রী সৌম্যেন বসু এবং ড. সোহারাব হোসেনের কাছে। আমি কৃতজ্ঞ সোহিনী সোম আমার এককথায় প্রচ্ছদটি করে দেওয়ার জন্য। কৃতজ্ঞতা সুরদিশবাবু, বেলাদি, সন্দীপনদা, অমলিনার কাছেও। সর্বোপরি শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায়ের অপরিসীম স্নেহে গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগের জন্য। আমার স্যার একটি পরিচায়িকা লিখে দিয়ে শুধু কৃতজ্ঞতায় জড়ালেন না, আজন্ম ঋণী করলেন। কৃতজ্ঞতা জানাই আরো অসংখ্য মানুষ যাঁরা আমার লেখক সত্তাটির প্রকাশ চান তাঁদের প্রতি, আনন্দমোহন কলেজ ও আকাশবাণীর সহকর্মীদের প্রতি। আমার ছাত্র-ছাত্রী ও অনুরাগীদের তাগাদাও বেশ কাজের। বড়ো খুশী হতাম আজ এ গ্রন্থ আমার দাদু ও দিদার হাতে তুলে দিতে পারলে।

৭২ গ্রিন পার্ক, ব্লক-এ, ফ্ল্যাট-৩এ
কলকাতা-৭০০০৫৫ ড. অয়ন্তিকা ঘোষ
মুঠোভাষ : ৯৪৩৩৭২৭৮৪৬

# পরিচায়িকা

একথা ঠিক, রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা গল্প-উপন্যাস নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে, নাটক নিয়ে তত আলোচনা হয় নি। তুলনায় সংখ্যাটা কম। রবীন্দ্রনাথ কবি বা গল্পকার হিসেবে যতখানি মর্যাদা পেয়েছেন, নাট্যকার হিসেবে ততখানি মর্যাদা পান নি। অথচ তাঁর নাটকের সংখ্যা কম নয়, বৈচিত্র্যও যথেষ্ট। সমসাময়িক বাঙালি নাট্যকারদের বাঁধা পথ তিনি অনুসরণ করেন নি। তাঁর জীবদ্দশায় কলকাতার পেশাদারী মঞ্চগুলিতে তাঁর নাটকের অভিনয় প্রায় উপেক্ষিতই থেকে গেছে। পরবর্তীকালে অবশ্য তাঁর কোন কোনও নাটক মঞ্চ সাফল্য পেয়েছে। 'বিসর্জন', 'অচলায়তন', 'রক্তকরবী' কিংবা 'মুক্তধারা'র নাম স্বভাবতই মনে আসে। রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য আর নৃত্যনাট্যও বেশ জনপ্রিয় হয়েছে।

অধ্যাপিকা ড. অয়ন্তিকা ঘোষের 'রবীন্দ্রনাট্য সমালোচনা : ইতিহাস ও সমীক্ষা' গ্রন্থটি সেদিক থেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাট্য সমালোচনার ইতিহাসটি তিনি যেমন পরিবেশন করেছেন, তেমনি সমালোচনার স্বরূপ-প্রকৃতিও বিশ্লেষণ করেছেন। অবশ্য তাঁর আলোচনার কালপরিধি ১৯৪১ থেকে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ। পঞ্চাশ বছরের সময়-সীমা তিনি বেছে নিয়েছেন। একুশ শতকে পদার্পণ করেন নি। আক্ষেপ একটু থেকে যায় বৈকি!

কী বিপুল পরিশ্রমই না ড. ঘোষ করেছেন! প্রথমত, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত নাটক তিনি অত্যন্ত খুঁটিয়ে পড়েছেন। দ্বিতীয়ত, সাহিত্য সমালোচনার বিবিধ তত্ত্বের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছেন। তৃতীয়ত, রবীন্দ্রনাট্য সমালোচনা সম্পর্কিত প্রবন্ধ বা গ্রন্থগুলি তিনি মনোযোগের সঙ্গে পড়েছেন। সমালোচনা তত্ত্বের নিরিখে সেগুলি সম্পর্কে তাঁর মতামত বেশ দাপটের সঙ্গেই ব্যক্ত করেছেন। চতুর্থত, রবীন্দ্রনাট্য সমালোচনার একটি কালানুক্রমিক ইতিহাস তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন। এসবের জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকতেই হয়।

বিভিন্ন সময়ে নিজের বিভিন্ন নাটকের যে সমালোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ, তা আমাদের কৌতূহলী করে। অধ্যাপিকা ঘোষের মনোজ্ঞ আলোচনায় সে কৌতূহলের নিরসন হয়। তাঁর এই অনুসন্ধিৎসা প্রশংসাযোগ্য।

আলোচ্য গ্রন্থের কালপরিধি যদিও পঞ্চাশ বছরের (১৯৪১-১৯৯০) তবুও রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় রবীন্দ্র-নাটকের যে সমস্ত সমালোচনা হয়, তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন ড. ঘোষ। এ আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য। এতে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে।

মূল আলোচনাটি কয়েকটি পর্বে বিভক্ত। দশক ধরে ধরে পর্বগুলি ভাগ করেছেন অধ্যাপিকা ঘোষ। বিভিন্ন দশকের আলোচনায় নীহাররঞ্জন রায়ের 'রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা', সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ৪র্থ খণ্ড, অজিত কুমার ঘোষের 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', প্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ', প্রতিমা দেবীর 'নৃত্য', প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রপ্রবেশক', উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের



CamScanner

'রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা', অশোক সেনের 'রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা', অরবিন্দ পোদ্দারের 'রবীন্দ্র মানস', সাধন কুমার ভট্টাচার্যের 'রবীন্দ্রনাট্য সাহিত্যের ভূমিকা', মনোরঞ্জন জানার 'রবীন্দ্রনাটকের ভাবধারা', হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'সৌখিন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ', ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষের 'রক্তকরবীর তত্ত্ব ও তাৎপর্য', হরনাথ পালের 'নাট্যকবিতায় রবীন্দ্রনাথ', সুশীল কুমার গুপ্তের 'রবীন্দ্রনাট্য প্রসঙ্গ : কাব্যনাটক', শান্তিকুমার দাশগুপ্তের 'রবীন্দ্রনাথের রূপকনাট্য' ও 'রবীন্দ্রনাট্য পরিচয়', শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রসৃষ্টি সমীক্ষা', কনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাটক', ও 'রবীন্দ্র নাট্য সমীক্ষা', 'রবীন্দ্র নাট্য সমীক্ষা', প্রণয়কুমার কুণ্ডুর 'রবীন্দ্রনাথের গীতি নাট্য ও নৃত্যনাট্য, আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'রবীন্দ্র নাট্যধারা', অশ্রুকুমার শিকদারের 'রবীন্দ্রনাট্য রূপান্তর ও ঐক্য', শঙ্খ ঘোষের 'কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক' ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথের আত্মরূপ ও রবীন্দ্রনাট্যে বিবর্তন', লীলা বিদ্যান্তর 'রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী', সুরেশচন্দ্র মৈত্রের 'বাংলা নাটকের বিবর্তন', জীবনকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনা', সোমেন্দ্রনাথ বসুর 'রবীন্দ্রনাটকে ট্রাজেডি', প্রশান্ত কুমার পালের 'রবিজীবনী', রমেন্দ্রনারায়ণ নাগের 'রবীন্দ্রনাটকে গানের ভূমিকা', মঞ্জুশ্রী চৌধুরীর 'রবীন্দ্রনাথের রূপক সাংকেতিক নাটক', দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাট্য সমীক্ষা : রূপক-সাংকেতিক', শান্তিকুমার দাশগুপ্তের ' ট্র্যাজেডি ও রবীন্দ্র মানস', আলো সরকারের 'রবীন্দ্রনাট্য প্রসঙ্গ : সাংগীতিক প্রয়োগ', সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের 'রবীন্দ্রনাথ', অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা লোকনাট্য যাত্রা ও ৭টি রবীন্দ্রনাটক' ইত্যাদি সমালোচনা গ্রন্থের বিচার বিশ্লেষণ অধ্যাপিকা ঘোষ যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে করেছেন। সেইসঙ্গে গুরুত্ব পেয়েছে রবীন্দ্রনাট্য সমালোচনামূলক বিভিন্ন প্রবন্ধ।

অধ্যাপিকা ঘোষ যুক্তিনিষ্ঠ। তাঁর আলোচনায় যে স্বাচ্ছন্দ্য দেখা যায়, তা নিঃসন্দেহে উপভোগ্য। সমালোচনার যে মানদণ্ড তিনি বেছে নিয়েছেন, তা পাঠক সমাজের মান্যতা পাবে বলেই আমার বিশ্বাস। তাঁর শক্তি আছে, সাহস আছে, নিষ্ঠা অছে। তাঁর এ গ্রন্থটি বুধমণ্ডলীর তৃপ্তি সাধনে সক্ষম হলে আমি খুশি হব।

**মানস মজুমদার**
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক,
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ,
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

নভেম্বর ২০১২

# সূচি


| | |
|---|---|
| **প্রস্তাবনা** | **১৩-২৮** |
| নাট্যসাহিত্য সমালোচনায় আত্মসমালোচক রবীন্দ্রনাথ | ১৫ |
| রবীন্দ্রজীবৎকালে সমালোচিত নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ | ২৮ |
| **অবতরণিকা** | **২৯-৬০** |
| সাহিত্যবিচারের প্রাচীন পদ্ধতি | ৩১ |
| সাহিত্যবিচারের আধুনিক পদ্ধতি | ৩৯ |
| **প্রারম্ভিক পর্ব** | **৬১-৯৮** |
| ১৯৪১ — ১৯৬০ এর সমালোচনা গ্রন্থ | ৬৩ |
| ১৯৪১ — ১৯৬০ এর গ্রন্থভুক্ত সমালোচনামূলক প্রবন্ধ | ৯০ |
| ১৯৪১ — ১৯৬০ এর পত্রিকা আশ্রয়ী সমালোচনা | ৯৪ |
| **বিকাশ পর্ব** | **৯৯-১৩৪** |
| ১৯৬১ — ১৯৭০ এর সমালোচনা গ্রন্থ | ১০১ |
| ১৯৬১ — ১৯৭০ এর গ্রন্থভুক্ত সমালোচনামূলক প্রবন্ধ | ১২৬ |
| ১৯৬১ — ১৯৭০ এর পত্রিকা আশ্রয়ী সমালোচনা | ১৩০ |
| **সমৃদ্ধি পর্ব** | **১৩৫-১৬২** |
| ১৯৭১ — ১৯৮০ এর সমালোচনা গ্রন্থ | ১৩৭ |
| ১৯৭১ — ১৯৮০ এর গ্রন্থভুক্ত সমালোচনামূলক প্রবন্ধ | ১৪৭ |
| ১৯৭১ — ১৯৮০ এর পত্রিকা আশ্রয়ী সমালোচনা | ১৫৪ |
| **উত্তর পর্ব** | **১৬৩-১৯৪** |
| ১৯৮১-১৯৯০ এর সমালোচনা গ্রন্থ | ১৬৫ |
| ১৯৮১-১৯৯০ এর গ্রন্থভুক্ত সমালোচনামূলক প্রবন্ধ | ১৮২ |
| ১৯৮১-১৯৯০ এর পত্রিকা আশ্রয়ী সমালোচনা | ১৯০ |
| **কথাশেষ** | **১৯৫** |
| **নির্দেশিকা গ্রন্থপঞ্জি** | **২০১** |




CamScanner